দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ০২ OCT 2016 পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭

উত্তরপত্রে অনিয়ম

রাবির শিক্ষক দম্পতির ওপর পাঁচ বছর নিষেধাজ্ঞা

রাবি সংবাদদাতা ॥ উত্তরপত্র মূল্যায়নে অনিয়মের অভিযোগে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক তানভীর আহমদ ও তার স্ত্রী এবং একই বিভাগের প্রভাষক সোমা দেবকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম থেকে পাঁচ বছরের জন্য নিষিদ্ধ করেছে

(২ পৃষ্ঠা ৭ কঃ দেখুন)

রাবির শিক্ষক

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। শনিবার সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মুহম্মদ মিজানউদ্দিনের সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ সূত্রে জানা যায়, ২০১৫ সালের তৃতীয় বর্ষের ৩০৫ নম্বর কোর্সের যৌথভাবে শিক্ষক ছিলেন তানভীর আহমদ এবং সোমা দেব। কোর্সটির দুটি ইনকোর্সের মধ্যে প্রথম ইনকোর্সের দায়িত্বে ছিলেন তানভীর আহমদ। সেটির নম্বর তানভীর আহমদের দেয়ার কথা থাকলেও নম্বরপত্রে উল্লেখ আছে সোমা দেবের হাতে লেখা নম্বর। সেখানে কয়েকটি নম্বরে ঘষামাজা করেন সোমা দেব। ঘষামাজা জায়গাগুলোতে স্বাক্ষরও করেন সোমা দেব। তবে মূল পরীক্ষকের স্বাক্ষর হিসেবে উল্লেখ আছে তানভীর আহমদের স্বাক্ষর। নম্বরপত্রে এমন অনিয়মের ফলে ওই বর্ষের ৮ জন শিক্ষার্থী ইনকোর্স দিয়েও কোন নম্বর পায়নি।

রাবির পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক ড. আসাবুল হক জানান, বিষয়টি নিয়ে ওই বিভাগের তৃতীয় বর্ষের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক কমিটির প্রধান এবং সদ্য প্রয়াত সহযোগী অধ্যাপক আকতার জাহান বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বরাবর একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যাকাডেমিক সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হলো।

এর আগে গত ২২ সেপ্টেম্বর বিভাগের এ্যাকাডেমিক কমিটির সভায় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক আকতার জাহান জলির অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় তার সাবেক স্বামী তানভীর আহমদের প্রতি অনাস্থা জানায় ১৬ জন শিক্ষক। এর পরিপ্রেক্ষিতে তানভীর বিভাগের এ্যাকাডেমিক কার্যক্রম থেকে নিজেকে সাময়িক প্রত্যাহার করে নেন।